তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের প্রভাব খাটানোর ঘটনা ফাস

রাজশাহী ও রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রভাবশালী শিক্ষক ও ব্যক্তিদের সন্তান, পোষ্য ও আশীর্বাদপুষ্টদের 'ভাল ফলাফল'-এ ক্ষেত্র বিশেষে প্রভাব খাটানো একটি গোপন বিষয় হলেও দু' শিক্ষকের বিরোধের জের ধরে তা ফাঁস হয়ে গেছে। এই দু' শিক্ষক লিখিতভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে 'প্রভাব খাটানোর' অভিযোগ তুলেছেন। বিষয়টি এখন বিশ্ববিদ্যালয় তথা নগরীর আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

এই দু' শিক্ষক হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের বর্তমান ডিন ও ইসলামের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোখলেছুর রহমান এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সাবেক ডিন ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান আকন। দু'জনই অত্যন্ত প্রভাবশালী। ড. মোখলেছ বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক গ্রুপের নেতা। অধ্যাপক আকন আগে বিএনপিপন্থী শিক্ষক গ্রুপে থাকলেও এখন আওয়ামী লীগপন্থী গ্রুপে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ১৯৯৭ সালের এমএ শেষবর্ষ (গ্রুপ বি) পরীক্ষায় এ দু' শিক্ষকের দু' মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিল। গত বছরের ১৭ জুন তৈরি করা পরীক্ষার ফলাফলে ড. মোখলেছের মেয়ে প্রথম শ্রেণী পায়। অপরদিকে, অধ্যাপক আকনের মেয়ে প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত নম্বরের (৩০০) চেয়ে ৪ নম্বর কম পায়। এই ফলাফল প্রকাশের আগেই গত বছরের ১৭ জুন অধ্যাপক আকন উপাচার্য বরাবরে [illegible] ও আরেকজন শিক্ষক পরস্পর যোগসাজশে যথাক্রমে চতুর্থপত্র ও টিউটোরিয়ালে নম্বর প্রদানে 'অনিয়ম' করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ জুন (২০০০) উপাচার্য তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং বিতর্কিত ফলাফল প্রকাশ স্থগিত ঘোষণা করেন।

এদিকে তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যাপক আকনের মেয়ে (রোল নং ১২২৭)সহ সব পরীক্ষার্থীর তৃতীয় ও চতুর্থপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষক দিয়ে পুনঃপরীক্ষা করানো হয়। এর ভিত্তিতে অধ্যাপক আকনের মেয়ে ও আরেকজন পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। কিন্তু এই ফলাফলকে ড. মোখলেছ ও তার বিভাগের অপর সহযোগী অধ্যাপক সোহরাব উদ্দিন আহমদ 'অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য' ঘোষণা করে বাতিলের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। এদিকে নিজ মেয়ে পরীক্ষার্থী (প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত) হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরীক্ষক হওয়ার দায়ে ড. মোখলেছকে এবং টিউটোরিয়াল পরীক্ষা না নিয়েই নম্বর দেয়ার দায়ে সোহরাব উদ্দিনকে এক বছর মেয়াদ পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে সাসপেন্ড করেছে কর্তৃপক্ষ।